ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি প্রধান প্রতিষ্ঠান ন্যাক (এন এ এ সি) এবং নির্ক (এন আই আর এফ) দ্বারা অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কাছাকাছি এনেছে এই প্রকল্প, যাতে আন্তর্জাতিক ছাত্রসমাজকে উচ্চমানের বিদ্যালাভের সুযোগ প্রদান সম্ভব হয়।

স্টাডি ইন ইন্ডিয়া

আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন করে ভারতের ব্র্যান্ড নির্মাণের জন্য শিক্ষামন্ত্রকের প্রধান প্রকল্প 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' বাস্তবায়িত করছে এডসিল।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম উচ্চশিক্ষা নেটওয়ার্ক হিসেবে সুষ্ঠু ব্র্যান্ড নির্মাণ এবং বাণিজ্যিক প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে, ভারতে উচ্চ শিক্ষা নিতে আন্তর্জাতিক ছাত্রসমাজকে বিবিধ সুবিধাদানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করাই 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া'-র লক্ষ্য।

প্রযুক্তি সহায়তাকারী দল (টিএসজি)

শিক্ষামন্ত্রককে প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য রসদ সরবরাহের মাধ্যমে দেশজোড়া বৃহৎ প্রকল্পসমূহ যথা সমগ্র শিক্ষা, মিড ডে মিল, শিক্ষক-শিক্ষণ এইচইএসপিআইএস, এনএমইআইসিটি, এনএলএমএ, এনপিআইইউ বাস্তবায়নের সহায়ক হয়ে উঠেছে এডসিল এর এই কর্মধারাটি।

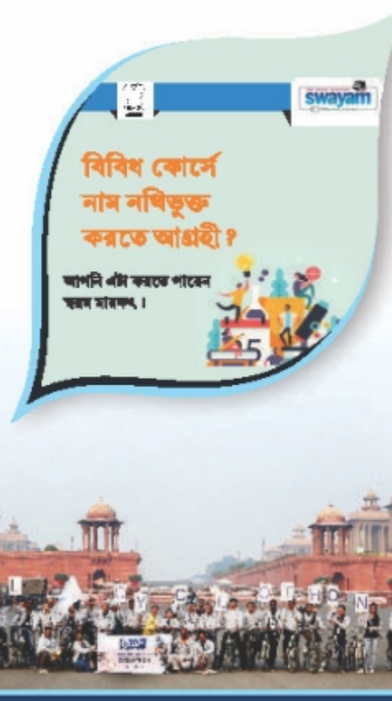

শিক্ষায় রূপান্তর। ভারতের রূপান্তর।

২০২০ অর্থবর্ষে কোম্পানি ভারতীয় মুদ্রায় ৩২৬ কোটি টাকার এক নজরকাড়া টার্নওভার করেছে যা ২০১৬ সালের তুলনায় ৪ গুণ বেশি। পিবিটি ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ভারতীয় মুদ্রায় ৭.১০ কোটি টাকার স্থানে বৃদ্ধি পেয়ে সমতুল মেয়াদের জন্য হয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় ৫৬.১৯ কোটি টাকা।

EdCIL (India) Limited
(A MINI RATNA CATEGORY-I CPSE, GOVT. OF INDIA)

EdCIL House, 18 A, Sector-16A, Noida- 201301
EPABX: 0120-4156001-02, 4154003, 2970206-07 | Fax: 0120-2970209
Website: www.edclindia.co.in | Email: edclisupport@edcil.co.in

EdCIL (India) Limited
(A MINI RATNA CATEGORY-I CPSE, GOVT. OF INDIA)

ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company

দর্শন

"শিক্ষা এবং মানবসম্পদ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী দক্ষতা, যথাযথ পরিষেবা এবং উদ্ভাবনী সমাধান প্রদানকারী এবং অত্যুচ্চ সম্মান আদায়কারী পরামর্শদাতা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংস্থায় পরিণত হওয়া।"

লক্ষ্য

"দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের জন্য চূড়ান্ত দক্ষ এবং মূল্যবোধসম্পন্ন উদ্ভাবনী, প্রযুক্তি নির্ভর পরিকল্পনা দ্বারা শিক্ষা এবং মানবসম্পদক্ষেত্রের বৈষম্যমূলক উন্নয়নকে অপসৃত করা এবং শিক্ষা এবং মানবসম্পদক্ষেত্রের বৈষম্যমূলক উন্নয়নকে অপসৃত করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কাজের সুযোগসৃষ্টিকারীদের মধ্যে অধিকতর পছন্দের সংস্থা হয়ে ওঠা।

এডসিল, ভূমিকা

শিক্ষা এবং মানবসম্পদ তথা মূল্যবোধের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের (এম ও ই) প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্যাটেগরি-১ মিনিরত্ন কোম্পানিগুলির মধ্যে এডসিল একটি অন্যতম প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনসালটেন্সি সার্ভিস অর্থাৎ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরামর্শপ্রদানকারী সংস্থা।

১৯৮১ সালে এর প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকেই, কেন্দ্র/রাজ্য সরকার, মরিশাস সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ এবং স্বয়ংশাসিত ক্ষেত্রসহ আইআইটি, আইআইএম, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, জওহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রভৃতিকে এডসিল, শিক্ষাসংক্রান্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আনুপূর্বিক সহায়তা প্রদান করে চলেছে। এডসিল বিবিধ শিক্ষণ অভিমুখী প্রকল্পের ওপর কাজ করার দায়িত্ব পেয়েছে যার মধ্যে রয়েছে মরিশাস-এর 'আর্লি ডিজিটাল লার্নিং প্রোগ্রাম (ই ডি এল পি)'-র অধীনে ৫৪০০০ ই-ট্যাবলেট সরবরাহ করার ২৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্মানজনক বরাতটিও।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতে উচ্চশিক্ষার সুযোগকে তুলে ধরে 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি এডসিল শুরু করেছে ২০১৮ সাল নাগাদ। ভারতের শিক্ষামন্ত্রকের নেওয়া বিভিন্ন শিক্ষা উদ্যোগকে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে জনসাধারণের সমক্ষে আনার পাশাপাশি এডসিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার 'পরীক্ষা পে চর্চা'-র কর্মসূচি সার্থকভাবে

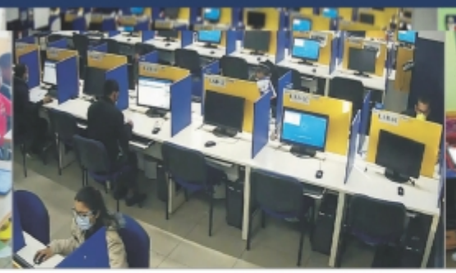

কোম্পানি বর্তমানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে তার কর্মদক্ষতার প্রসার জারি রেখেছে

অনলাইনে পরীক্ষা পরিষেবা : অনলাইন টেস্টিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট সার্ভিসেস (ও টি এস)

অনলাইনে পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারি সংস্থায় নিয়োগে সহায়তা করার কাজ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা স্বশাসিত সংস্থা এমনকি স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও অধ্যক্ষ নিয়োগও আছে। এডসিল-এর এটিই সব থেকে বড়ো কর্মধারা যা গ্রাহকদের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছে। এযাবৎ এডসিল ৯০ লক্ষ্য চাকুরিপ্রার্থীর অনলাইন পরীক্ষা নিয়েছে।

এডুকেশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিসেস (ইআইএস)

এই কর্মধারাতে এডসিল আনুপূর্বিক সহায়তা করে থাকে পিএমসি (প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি)-তে অর্থাৎ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে পরিষেবা দিয়ে নিজস্ব ব্র্যান্ড নির্মাণ (গ্রীন ফিল্ড মোড) বা বিদ্যমান ব্র্যান্ড ক্রয় (ব্রাউন ফিল্ড মোড) করে স্কুল এবং উচ্চশিক্ষা পরিকাঠামো গঠন, বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিষেবা প্রদান, স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরি এবং উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার ল্যাব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে থাকে।

এই কর্মধারার মধ্যেই রয়েছে 'পরীক্ষা পে চর্চা', 'ধ্রুব' এবং সোশ্যাল মিডিয়া পরিষেবার মতো নামী পরিষেবাগুলি।

ডিজিটাল এডুকেশন সার্ভিসেস (ডিইএস)

ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে বসা পড়াশুনা করার বদলে ডিজিটাল শিক্ষা পদ্ধতি ভরতে দ্রুত নিজের স্থান করে নিচ্ছে।

প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা যেকোনো স্থানে, যেকোনোভাবে পড়াশুনার সুবিধা করে দিচ্ছে। ইকোসিস্টেমের কেন্দ্রে শিক্ষার্থীকে রেখে দেয় ডিজিটাল শিক্ষা এবং সর্বশেষ প্রাপ্তিটিকে মাথায় রেখে শিক্ষার্থীকে নিজের মতো করে চলার স্বাধীনতা দিয়ে থাকে।

এডসিল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড তাই শিক্ষার পরিবেশে উচ্চ প্রভাবশালী এবং আয়াসসাধ্য সমাধান প্রদান করে থাকে এযাবৎ লভ্য সকল প্রযুক্তি কৌশলের ওপর নজর রেখেই।

মূল পরিষেবাগুলি

১. শ্রেণীকক্ষে ই-ট্যাবলেট-এর মাধ্যমে পড়াশুনা

২. পরবর্তী প্রকল্পের জন্য ডিজিটাল শ্রেণীকক্ষ

৩. ছাত্র -শিক্ষক সমন্বয়কারী ডিজিটাল বোর্ড (ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল বোর্ড)

৪. ডিজিটাল স্মার্ট ক্যাম্পাস সমাধান

৫. ই-শিক্ষার শিক্ষণ মঞ্চ (ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম)

৬. ভার্চুয়াল/টেলি শ্রেণিকক্ষ সমাধান

৭. বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর প্রয়োগ (ইআরপি)

৮. ক্লাউড হোস্টিং পরিষেবা

৯. শারিরীক ও মানসিক প্রবিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সমাধান

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্মার্ট শ্রেণিগক্ষ সমাধানে ডিইএস-এর ব্যাপক ব্যাপ্তি এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে। এছাড়াও, জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারতীয় শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয়টি দেখে থাকে।

পরামর্শদান পরিষেবা (ইএস)

ভারতে এবং বিদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ সমাধান পরামর্শ দেওয়ায় এডসিল কর্মধারা এটি। এই কার্যপ্রণালীতে রয়েছে বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) প্রস্তুতি, কৃতকৌশল পর্যালোচনা, প্রভাব পর্যালোচনা এবং তৎসহ শিক্ষা কীভাবে কাজে লাগানো যাবে তার নকশা-পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ, মানবসম্পদ যথাযথভাবে কাজে লাগানোর বিষয়টি পর্যালোচনা ইত্যাদি।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামবিষয় পরিষেবাসমূহ (ইপিএস)

এই কর্মধারাতে তথ্যপ্রযুক্তি, সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ল্যাব-এ দরকারি সামগ্রী, অডিও-ভিশুয়াল সহায়ক যন্ত্রাদি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে টিসিও (মলিকানা পেতে প্রয়োজনীয় সর্বমোট মূল্য)-র ভিত্তিতে আনুপূর্বিক পরিকল্পনা ছকা, সংগ্রহ করা এবং বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি করার কাজগুলি করা হয়ে থাকে।

সাগরপারে প্রশিক্ষণ শিক্ষা পরিষেবা (ওইএস)

"কোম্পানির ওইএস কর্মধারা বিদেশের শিক্ষা পরিষেবাক্ষেত্রের কাজ যেমন বিদেশি ছাত্রদের ভরতি এবং বিদেশের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারতীয় শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয়টি দেখে থাকে।